অবনী বাড়ি আছো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ,৪র্থ সেমিষ্টার,MIL-L2

সুমন ঘোষ

স্টেট এডেড কলেজ টিচার,বাংলা বিভাগ

তেহাট্টা সদানন্দো মাহাবিদ্যালয়

বিশেষ
শক্তি সংখ্যা

কফি House

সংবাদ প্রতিদিন [illegible]

জয় গোস্বামী | ২
সৌমিত্র মিত্র | ৩
ব্রততী বন্দোপাধ্যায় | ৩
শঙ্করলাল ভট্টাচার্য | ৪
শ্রীজাত | ৪

শক্তি বাড়ি আছো

বেঁচে থাকলে আজ ৮৩

তীরে কী প্রচণ্ড কলরব
'জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিল বাড়ি?'
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী।'

যেতে পারি
যে-কোন দিকেই আমি যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো?

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক।

ছবি সৌজন্য: পুত্র আনন্দরূপ চট্টোপাধ্যায়

আমার হিসাবনিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই—তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না!'

মানুষের সব গিয়ে এখন রয়েছে হিংসা বুকে
প্রেম-পরিণয় গিয়ে এখন সে রক্তে অসুখে

মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ
হয়ে পাশে দাঁড়াও,
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি
পাখির মতো পাশে দাঁড়াও,
মানুষ বড় একলা, তুমি তাহার
পাশে এসে দাঁড়াও।

একবার তুমি
ভালোবাসতে
চেষ্টা করো।

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

ছেলেটা খুব ভুল করেছে শক্ত পাথর ভেঙে
মানুষ ছিলো নরম, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো।

(৭.১১.১৯৩৩-১৯৯৫ খ্রিঃ)

❑ *অবনী বাড়ি আছো -*

- **অবনী বাড়ি আছো** শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত বারো পঙ্‌ক্তির রসোত্তীর্ণ কবিতা।
- এটি তার *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত যা ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে (আশ্বিন ১৩৭২ বঙ্গাব্দ) বীক্ষণ প্রকাশ ভবন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।
- আগস্ট ১৯৭৩ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় *অবনী বাড়ি আছো* শিরোনামে একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন

অবনী বাড়ি আছো

– শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
‘অবনী বাড়ি আছো?’

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে–
‘অবনী বাড়ি আছো?’

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয় পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
‘অবনী বাড়ি আছ?’

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
‘অবনী বাড়ি আছো?’

- ‘অবনী’ হলো কবি নিজেই। অর্থাৎ আমারা নিজেরাই।

- কবি প্রথমেই বলেছেন “দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া”, অর্থাৎ এই দুয়ার বা দরজা হলো মায়া, মোহ। আমরা প্রতিটা মানুষই এই মোহ বা মায়ায় জড়িয়ে রয়েছি, মোহান্ধতায় বা মায়ায় এমন ভাবে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি যে কেউ সেই অবনীর খোঁজ রাখিনি, সবাই সেই অবনীকে যেনো ভুলেই গেছি... সবাই যেনো মায়া বা মোহের মধ্যে ঘুমিয়ে আছি।

- কিন্তু তার মধ্যেও নীরবেই কেউ যেনো কড়া নেড়ে বলছে বাড়ি আছো? রাতে যেমন কোনো বস্তুর অস্তিত্ব দৃশ্যমান নয় অথচ আছে... ‘অবনী বাড়ি আছো?’ এভাবে বহির্জগতে কেউ ডাকছে না অথচ যেনো মায়া ভেদ করে কবি যেনো শুনতে পারছেন সে ডাক।

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে–
‘অবনী বাড়ি আছো?’

- এখানে প্রথম দু’লাইনে এই মায়াময় জগতের খুব সুন্দর করে বর্ণনার জাল বুনেছেন কবি।

- তারপরেই বলেছেন— “পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস/ দুয়ার চেপে ধরে।” অর্থাৎ এমন মায়ার জগত ছেড়ে এতো মোহময়তা ছেড়ে আমরা যেতে চাই না। এই ঘোর নেশাতুর মোহো যেনো দুয়ার চেপে ধরে। মায়ার বাঁধন আর ছিঁড়তে পারিনা। দরজা আর খুলতে চায় না। এখানে আমরা যেনো ব্যর্থ হয়ে পরি। তবুও অব্যক্ত সেই ডাক ডেকেই চলে, একটু একটু যেনো অনুভব করি সেই ডাক “অবনী বাড়ি আছো?”

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয় পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
‘অবনী বাড়ি আছ?’

- মায়ার মধ্যে থাকতে থাকতে আমরা যেনো জীবনের একটা সময়ে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। নানান দুঃখ, বেদনার মধ্যে থাকতে থাকতে অনেকটাই অভ্যস্থ হয়ে পড়ি।
- ভেতরের অবনীকে এড়িয়ে থাকার কাছে যেনো একটু একটু মাথা নত করি। ভেতরের অবনী যেনো মাঝে মধ্যে নাড়া দিয়ে ওঠে। অর্ধেক লীন হয়ে যাওয়া দূরগামী ব্যথা অর্থাৎ গভীর ভেতরের খানিক অভ্যস্থ হয়ে যাওয়া ব্যথার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি।
- এ ঘুম যেনো নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকার মতো। এর মধ্যেও যেনো একটু একটু টের পাওয়া যায় সেই ডাক— “অবনী বাড়ি আছো?”